কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 10 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ৩ ...

বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে নতুন নীতিমালা

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন পাস হতে যাওয়া নীতিমালা নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধ করতে একটি পদক্ষেপ হবে সত্য, তবে কতগুলো মৌলিক প্রশ্ন আমাদের সামনে চলে আসে। এ প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হলে বর্তমান নিয়োগ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা আর থাকবে কি না

শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে কাণ্ডারির ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হন তিনি শিক্ষক। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষার সব স্তরে এ কথাটি সত্য। উচ্চ স্তরে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা নিজেরা পড়েও নিজেদের গড়ে তুলতে পারে। তবে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর, বিশেষ করে প্রাইমারি ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের ভূমিকা সঠিক, স্বচ্ছ, দক্ষ ও একাগ্র না হলে পরবর্তী স্তরগুলো উন্নত ও মানসম্মত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। এ জন্য প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগ উন্নত ও ভালো না হলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের গঠন ভালো হয় না। প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি বিধায় এখানকার নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন কম ওঠে। বহু দিন ধরে লিখিত (এমসিকিউ) এবং খুব কম নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ হয়ে আসছে। এখানে মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, তবে লিখিত পরীক্ষায় ভালো না করতে পারলে চাকরি পাওয়ার সুযোগ কমে যায়। মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ নিয়ে আমরা কম প্রশ্ন তুলি। কেননা এ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক পক্ষপাতিত্বের সুযোগ নেই। কিন্তু প্রশ্ন বরাবরই রয়ে গেছে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন সময় নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, তবে মানসম্মত ও কঠোর নীতিমালা প্রণয়ন করা কখনো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকার জন্য নীতিমালার মধ্যে বারবার পরিবর্তন এসেছে। কখনো গভর্নিং বডির ক্ষমতাবলে আবার কখনো বা স্থানীয় প্রশাসনবলে কিংবা মিশ্র পদ্ধতিতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে আসছে। এ প্রক্রিয়াকে পুরোপুরি স্বচ্ছ বলার সুযোগ নেই। কেননা এখানে প্রভাব বিস্তারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যেহেতু বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা থাকেন, ফলে প্রতিষ্ঠানের ওপর তাঁদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব থাকে।

গত কয়েক বছরের শিক্ষক নিয়োগে নিবন্ধন পরীক্ষার চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ-সংক্রান্ত পরীক্ষা পদ্ধতির সংশোধন এবং এর মাধ্যমে নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করার সরকারি উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। এ-সংক্রান্ত নতুন নীতিমালায় বলা হয়েছে, এখন থেকে শিক্ষকদের শূন্যপদের বিপরীতে চাহিদার ভিত্তিতে নিবন্ধন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিবছর অক্টোবর-নভেম্বরের মধ্যে জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা শূন্যপদের তালিকা পাঠাবেন। সেই চাহিদার ভিত্তিতে নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ করে জেলা ও উপজেলাভিত্তিক মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। এখানে বিষয়ভিত্তিক মেধাতালিকা থাকবে। সেই তালিকা অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দেবে। আলাদা কোনো পরীক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকবে না। এ পরীক্ষার মেয়াদ হবে তিন বছর, যা আগে প্রথমে পাঁচ বছর ছিল, পরে তা সংশোধন করে আজীবন করা হয়েছিল। তবে ইতিমধ্যে যাঁরা নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সনদ পেয়েছেন, যদি প্রতিষ্ঠান মনে করে তবে আগামী তিন বছর তাঁদের নিয়োগ দিতে পারবে। তিন বছর পর আর এ সুযোগ থাকবে না। এরপর কেউ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে চাইলে তাঁকে আবার নিবন্ধন পরীক্ষা দিতে হবে। এখানে ধরে নেওয়া যায়, দুই ধরনের পদ্ধতি চালু থাকছে। এক, ইতিমধ্যে নিবন্ধন পরীক্ষায় পাসকৃত প্রার্থী; দুই, নতুন পদ্ধতিতে নিবন্ধন পরীক্ষায় পাসকৃত বিষয়ভিত্তিক মেধাতালিকার প্রার্থী। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোন প্রার্থীকে বেছে নেবে তা বিবেচ্য। নতুন নীতিমালা চালু হলে অন্তত আগামী তিন বছর এখানে এক ধরনের দ্বৈত নীতি ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন পাস হতে যাওয়া নীতিমালা নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধ করতে একটি পদক্ষেপ হবে সত্য, তবে কতগুলো মৌলিক প্রশ্ন আমাদের সামনে চলে আসে। এ প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হলে বর্তমান নিয়োগ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা আর থাকবে কি না। কেননা বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা আলাদা নিয়োগ বোর্ড রয়েছে। যখন নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাতালিকা তৈরি করে এর ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে, তখন নিয়োগ বোর্ড তার কার্যকারিতা হারাবে। দ্বিতীয়ত, মেধাতালিকা যখন জেলা ও উপজেলাভিত্তিক হবে, তখন একজন প্রার্থী তাঁর নিজ জেলা ও উপজেলার বাইরে যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন কি না। তৃতীয়ত, বর্তমান কাঠামোতে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ, যাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ভূমিকা রয়েছে, তারা বিষয়টি কিভাবে দেখবে। আমাদের মতে, নতুন পদ্ধতি পিএসসির আদলে তৈরি একটি ব্যবস্থা হবে। যদি তা-ই হয়, তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে স্ব-স্ব শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর নিয়োগ প্রক্রিয়া দেখভাল করলে আমরা আশ্বস্ত হতে পারতাম যে এখানে নিয়োগ বাণিজ্যের আর কোনো সুযোগ নেই। বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে নতুন নিবন্ধন নীতিমালা কার্যকর করার আগে এর আরো বিশ্লেষণ প্রয়োজন। নীতিমালা অনুমোদনের আগে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত নেওয়া যেতে পারে, একটি ফলপ্রসূ নীতিমালার জন্য যা পূর্বশর্ত।

লেখক : অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
ncazahmed_2002@yahoo.com